মহারাষ্ট্র চেস অ্যাসোসিয়েশন

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ৫৬৫৪)

২৯শে জুলাই, ২০১৯

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ২২৬ – হাইকোর্টের এখতিয়ার বিলুপ্তি কারণ পক্ষগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত চুক্তির অধীনে বিকল্প প্রতিকার বিদ্যমান – যদি অনুমতি দেওয়া হয় – দ্বিতীয় প্রতিবাদী, ভারতের দাবা খেলার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আপিলকারীকে সদস্যপদ থেকে বাতিল করেছে – তৃতীয় প্রতিবাদীকে আপিলকারীর জায়গায় যুক্ত করা হয়েছিল – আপিলকারী রিট পিটিশন দাখিল করেন – দ্বিতীয় প্রতিবাদী প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেন যে বোম্বে হাইকোর্টের রিট পিটিশন গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই – বোম্বে হাইকোর্ট রায় দেন যে আপিলকারী এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদীর মধ্যে চুক্তির ২১ নম্বর ধারা (পরবর্তীটির সংবিধান ও উপ-আইন আকারে) চেন্নাইয়ের আদালত ব্যতীত অন্য সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বাতিল করে দিয়েছে – আপিলের ভিত্তিতে, সিদ্ধান্ত হয়: হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষমতাগুলির উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যায় না – রিট এখতিয়ারের অধীনে একটি আবেদন গ্রহণ করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্তটি মূলত বিবেচনামূলক এবং নির্দিষ্ট মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট কর্তৃক গ্রহণ করা হবে – যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীর এই যুক্তি গ্রহণ করা হয় যে বিরোধটি চেন্নাইতে শোনা এবং নিষ্পত্তি করা উচিত, তাহলে মাদ্রাজ হাইকোর্ট বর্তমান বিষয়টি শুনবে – অতএব, বিকল্প প্রতিকার (অর্থাৎ মাদ্রাজ হাইকোর্টে রিট পিটিশন) আপিলকারী কর্তৃক চাওয়া বর্তমান প্রতিকারের সাথে প্রতিটি দিক থেকে সমান – একটি বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব, তা পর্যাপ্ত হোক বা না হোক, হাইকোর্ট কর্তৃক রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর একটি পরম আইনি বাধা তৈরি করে না – বর্তমান মামলায়, বোম্বে হাইকোর্ট কেবল সংবিধান ও উপ-আইনের ২১ নম্বর ধারার উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছে যে এর নিজস্ব রিট এখতিয়ার বিলুপ্ত হয়েছে – এটি সামগ্রিকভাবে মামলাটি পরীক্ষা করতে এবং অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে একটি সুচিন্তিত। সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে – সংবিধানের অধীনে আইনের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কবচ হল হাইকোর্ট কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে প্রতিটি

রিট পিটিশনের উপর যে পরীক্ষা চালানো হয় – শুধুমাত্র তার এখতিয়ারকে বাতিল করে দেওয়া একটি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে তৈরি দলিলের অস্তিত্বের কারণে হাইকোর্টের পক্ষে এই দায়িত্ব ত্যাগ করা উচিত নয় – হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলো – রিট পিটিশনটি নতুন করে বিবেচনার জন্য হাইকোর্টের নথিতে পুনরুদ্ধার করা হলো – সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০।

ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ২২৬ - হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে - সমস্ত আদালতের এখতিয়ার বাদ দিয়ে চুক্তি, যথাযথ এখতিয়ারযুক্ত একাধিক আদালতের মধ্যে একটিকে এখতিয়ার প্রদানকারী চুক্তি - এই ধরনের চুক্তির বৈধতা- আলোচিত - ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ - ধারা ২৮।

আপিল-সোসাইটি দ্বিতীয় উত্তরদাতার অধিভুক্ত সদস্য ছিল, যা ভারতে দাবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় উত্তরদাতার কেন্দ্রীয় পরিষদ আপিলকারীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রস্তাব পাস করে। তৃতীয় উত্তরদাতা আবেদনকারীর জায়গায় অধিভুক্ত ছিলেন। আপিলকারী রিট পিটিশন দায়ের করেন। দ্বিতীয় উত্তরদাতা প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেন যে বম্বে হাইকোর্টের রিট পিটিশন গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই। বোম্বে হাইকোর্ট রায় দেয় যে আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে চুক্তির ২১ নং ধারা (সংবিধান এবং পরেরটির উপ-আইনের আকারে) চেন্নাইয়ের আদালত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়। তাই, বর্তমান আপিল।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত,

স্থির করে: ১. পক্ষগুলি চুক্তির মাধ্যমে সমস্ত আদালতের এখতিয়ার বাদ দিতে পারে না। এই ধরনের চুক্তি আইনি কার্যধারা সংযত করার জন্য একটি চুক্তি গঠন করবে এবং ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-এর ধারা ২৮ লঙ্ঘন করবে। তবে, যেখানে চুক্তির পক্ষগুলি যথাযথ এখতিয়ারযুক্ত একাধিক আদালতের মধ্যে একটিকে এখতিয়ার প্রদান করে, অন্য সমস্ত আদালতকে বাদ দিয়ে, পক্ষগুলিকে সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বহিষ্কার করেছে বলে বলা যায় না। এই ধরনের চুক্তি বৈধ এবং পক্ষগুলিকে কোনও দেওয়ানি পদক্ষেপের জন্য আবদ্ধ করবে। পক্ষগুলি চুক্তির মাধ্যমে এমন কোনও আদালতকে এখতিয়ার প্রদান করতে পারে না যার বিচারের এখতিয়ার নেই। কিন্তু যেখানে বেশ কয়েকটি আদালতের বিরোধের বিষয়টির বিচার করার এখতিয়ার থাকবে, সেখানে তারা শর্ত দিতে পারে যে একটি মামলা একচেটিয়াভাবে বেশ কয়েকটি আদালতের সামনে আনা হবে, অন্যগুলি বাদ দিয়ে।

প্রকরণ ২১ সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বাদ দেয় না। বরং, আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা চেন্নাইয়ের আদালতে মামলা বা আইনি পদক্ষেপ জমা দিতে সম্মত হয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপিলকারী এবং দ্বিতীয় বিবাদীর সাথে জড়িত বিরোধের উপর চেন্নাইয়ের আদালতের যথাযথ এখতিয়ার রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকরণ ২১ এ বি সি ল্যামিনার্টে বর্ণিত নীতি লঙ্ঘন করে না। [অনুচ্ছেদ ৮-১০] [৩১১এফ; ৩১২এ, এফজি; ৩১৩এ]

১.২. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ (১) হাইকোর্টকে রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং ফলস্বরূপ, রিট জারি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২২৬ (১)-এর পাঠে বলা হয়েছে যে একটি হাইকোর্ট রিট জারি করতে পারে সংবিধানের তৃতীয় অংশে বা "অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে" মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ। কোনও নাগরিক কেবল তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে এমন ক্ষেত্রেই নয়, বরং পরিস্থিতির আরও বিস্তৃত বিন্যাসে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার চাইতে পারেন। সংবিধানের অধীনে হাইকোর্টের ভূমিকা তার আঞ্চলিক এখতিয়ার জুড়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য, তার রিট এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা অগত্যা বিস্তৃত। এগুলি ন্যায়বিচারের সহায়তায় প্রদত্ত হয়। তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা যায় না। হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষমতা কঠোর আইনি নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না যাতে হাইকোর্টকে আইনের শাসন বহাল রাখার জন্য তার ম্যান্ডেট পূরণে বাধা দেওয়া যায়। যদিও হাইকোর্ট তার রিট এখতিয়ারের অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তা কঠোর আইনি নীতির সাপেক্ষে নয়, তবে হাইকোর্টের রিট এফ এখতিয়ার কখন নিযুক্ত হতে পারে সে সম্পর্কে দুটি স্পষ্ট নীতি উদ্ভূত হয়। প্রথমত, হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের অধীনে কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ বা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত মৌলিকভাবে বিবেচনামূলক। দ্বিতীয়ত, আদালতের অনুশীলন বা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তের উপর সীমাবদ্ধতাঃ তার রিট এখতিয়ার স্ব-আরোপিত। কোনও হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার সংবিধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া যায় না। যদি কোনও হাইকোর্টকে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে আইনের অধিকার বহাল রাখার চূড়ান্ত উপায় হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে এটি অবশ্যই আবশ্যক তার সামনে যে কোনও মামলা পরীক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তার রিট এখতিয়ার নিযুক্ত রয়েছে কি না তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। [অনুচ্ছেদ ১১-১৩] [৩১৩বিসি, জি; ৩১৪ডিএফ]

১.৩. যদি উত্তরদাতার যুক্তি গৃহীত হয়, মাদ্রাজ হাইকোর্ট বর্তমান বিষয়টি শুনবে। অতএব, বিকল্প প্রতিকার (অর্থাৎ মাদ্রাজ হাইকোর্টের সামনে একটি রিট পিটিশন) আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া বর্তমান প্রতিকারটির সাথে সব দিক থেকে সমান। মাদ্রাজ হাইকোর্ট তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব, তা পর্যাপ্ত হোক বা না হোক, হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের মৌলিক বিচক্ষণ প্রকৃতি পরিবর্তন করে না এবং তাই হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর একটি নিখুঁত আইনি বাধা তৈরি করে না। তার রিট এখতিয়ারের অধীনে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্তটি কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি পরীক্ষা করে হাইকোর্টের নেওয়া সিদ্ধান্ত হিসাবে রয়ে গেছে। 'কেবলমাত্র বিকল্প ফোরামের অস্তিত্ব যেখানে ক্ষুব্ধ পক্ষ ত্রাণ পেতে পারে তা হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য কোনও আইনি বাধা তৈরি করে না। এটি বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে হাইকোর্টের দ্বারা বিবেচনায় নেওয়া একটি বিষয়। সুতরাং, মাদ্রাজের হাইকোর্ট আপিলকারীকে পর্যাপ্ত ত্রাণ দিতে সক্ষম এই নিছক সত্যটি বর্তমান বিষয়ে বোম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর একটি আইনি বাধা তৈরি করে না। বর্তমান মামলায়, বম্বে হাইকোর্ট শুধুমাত্র সংবিধানের ২১ নং প্রকরণের উপর নির্ভর করে বলেছে যে তার নিজস্ব রিট এখতিয়ার বাতিল করা হয়েছে। এটি মামলাটি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করতে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিবেচনার ভিত্তিতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাইকোর্টের দ্বারা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি রিট পিটিশনের জন্য প্রয়োগ করা তদন্ত প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক এখতিয়ারে সংবিধানের অধীনে আইনের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা। কেবলমাত্র তার এখতিয়ার বাতিল করে একটি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার নথির অস্তিত্বের কারণে হাইকোর্টের এই দায়িত্ব ত্যাগ করার জন্য উন্মুক্ত নয়। আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা চেন্নাইয়ের আদালতে তাদের সমস্ত আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছেন এই বিষয়টি বিবেচনা করা হাইকোর্টের জন্য অবশ্যই উন্মুক্ত। তবে, এটি মামলার বিস্তৃত তথ্যগত ম্যাট্রিক্সের মধ্যে একটি কারণ হতে পারে।

হাইকোর্ট কোনও উপযুক্ত মামলায় ফোরাম নন কনভেনিয়েন্সের নীতির আহ্বান জানিয়ে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করতে পারে। সংবিধানের ২১ প্রকরণের উপর বোম্বে হাইকোর্টের একমাত্র এবং সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং উপ-আইনগুলি নির্ধারণ করে যে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার বাতিল করা হয়েছে তবে এটি এমনই একটি উদাহরণ। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি ২০১৭ সালের পিটিশন নং ৭৭৭০ সেট করা হয়েছে সেই অনুযায়ী নতুন করে বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টের ফাইলে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ১৮, ২১ এবং ২৫-২৭] [৩১৬সিএফ; ৩১৭জিএইচ; ৩১৯সিএইচ; ৩২০এ]

এবিসি ল্যামিনার্ট (পি) লিমিটেড বনাম এপি এজেন্সি, সালেম (১৯৮৯) ২ এসসিসি ১৬৩: [১৯৮৯] ২ এসসিআর ১-বিশিষ্ট।

এ ভি ভেঙ্কটেশ্বরন, কাস্টমস কালেক্টর, বোম্বে বনাম রামচাঁদ শোভরাজ ওয়াধওয়ানি [১৯৬২] ১ এসসিআর ৭৫৩; উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম মহম্মদ নুহ [১৯৫৮] এসসিআর ৫৯৫-অনুসরণ করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ স্টেট সুগার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম কমল স্বরূপ টন্ডন (২০০৮) ২ এস. সি. সি ৪১: [২০০৮] ১ এস. সি. আর ৮৮৭; মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮০) ৩ এস. সি. সি ৬২৫: [১৯৮১] ১ এস. সি. আর ২০৬; এল চন্দ্র কুমার বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৭) ৩ এস. সি. সি ২৬১: [১৯৯৭] ২ এস. সি. আর ১১৮৬; সংগ্রাম সিং বনাম নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, কোটাহ [১৯৫৫] ২ এস. সি. আর ১; উত্তর প্রদেশ স্টেট স্পিনিং কো লিমিটেড বনাম আর. এস পান্ডে (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ২৬৪: [২০০৫] ৩ সাপ্লিমেন্ট। এস. সি. আর ৬০৩; আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বিনয় ইঞ্জিনিয়ারিং (১৯৯৪) ৪ এস. সি. সি ৭১০-এর উপর নির্ভর করেছিল।

মামলা প্রসঙ্গ

(১৯৮৯) ২ এস.সি.আর ১	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৯
(২০০৮) ১ এস.সি.আর ৮৮৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১১
(১৯৬২) ১ এস.সি.আর ৭৫৩	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
(১৯৮১) ১ এস.সি.আর ২০৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
(১৯৯৭) ২ এস.সি.আর ১১৮৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
(১৯৫৫) ২ এস.সি.আর ১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
(২০০৫) ৩ সম্পূরক এস.সি.আর ৬০৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৯

[১৯৫৮] এস.সি.আর ৫৯৫	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(১৯৯৪) ৪ এস.সি.সি ৭১০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৫৬৫৪।

২০১৭ সালের ৭৭৭০ নং রিট পিটিশনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৫.০৯.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

বিনয় নাভারে, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী নীলা গোখলে, সুশ্রী শ্রদ্ধা আগরওয়াল, অক্ষত প্রধান, সুশ্রী কামাক্ষী এস মেহলওয়াল, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে কে. এম. নটরাজ, এ. এস. জি, পারস কুহাদ, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী অলকা আগরওয়াল, আর. আর. রাজেশ, অরুণ কুমার যাদব, রাজ বাহাদুর যাদব, সুশ্রী শালিনী কৌল, শিবানন্দরাজ, সুশ্রী অদিতি, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি।

১. বর্তমান আপিলটি এই বিষয়টি উত্থাপন করে যে, আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে সংবিধান এবং উপ-আইন আকারে স্বাক্ষরিত একটি ব্যক্তিগত চুক্তি, চেন্নাইয়ের আদালতগুলিকে একচেটিয়া এখতিয়ার প্রদান করে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বোম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারকে সরিয়ে দিতে পারে কিনা।

২ সংবিধানের ২১ নং ধারা এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার উপ-আইন নিম্নরূপঃ

২১. আইনি কোর্স

(i) ফেডারেশন কেবলমাত্র ফেডারেশনের মাননীয় সচিবের নামে মামলা করবে বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

(ii) ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে কোনও মামলা/আইনি ব্যবস্থা শুধুমাত্র চেন্নাইয়ের আদালতে, যেখানে সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত বা যেখানে সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের সচিবালয় কাজ করছে, সেখানে দায়ের করা হবে।

৩. দ্বিতীয় উত্তরদাতা, সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশন হল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০[১]-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি সমিতি। এটি ভারতে দাবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। আপিলকারী ১৮৬০ সালের

---

[১]"১৮৬০ সালের আইন"

আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি সমিতি এবং ১৯৭৮ সাল থেকে দ্বিতীয় বিবাদীর একটি অনুমোদিত সদস্য ছিল। ২০১৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, দ্বিতীয় উত্তরদাতার কেন্দ্রীয় পরিষদ আপিলকারীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। রিট কার্যধারা প্রতিষ্ঠার পরে, তৃতীয় উত্তরদাতাকে আপিলকারীর জায়গায় দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা অনুমোদিত করা হয়েছে।

৪, আপিলকারী সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বোম্বে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, যা দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে প্ররোচিত করে। দ্বিতীয় উত্তরদাতা প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন যে, সংবিধানের ২১ নং ধারা এবং 'উপ-আইন' চেন্নাইয়ের আদালতগুলিকে দ্বিতীয় উত্তরদাতা এবং আপিলকারী সহ সংবিধান ও উপ-আইনের অন্য কোনও পক্ষের সাথে জড়িত বিরোধে একচেটিয়া এখতিয়ার প্রদান করে এই ভিত্তিতে রিট পিটিশনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার বম্বে হাইকোর্টের নেই। বম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে ২১ নং প্রকরণ চেন্নাইয়ের আদালত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বহিষ্কার করেছে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছেঃ

বর্তমান মামলার তথ্যে যখন ২১ নং ধারার অস্তিত্ব রয়েছে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, আমাদের দৃষ্টিতে, চেন্নাইয়ের আদালত ব্যতীত অন্যান্য আদালতের এখতিয়ার যে কোনও মামলা/আইনি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যা উত্তরদাতা নং ২-এর বিরুদ্ধে আনা হয় তা বাদ দেওয়া হয়... "

৫. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী বিনয় নাভারে বলেন যেঃ

(i) অনুচ্ছেদ ২২৬ একটি সাংবিধানিক প্রতিকার প্রদান করে যেখানে মৌলিক অধিকার বা অন্যান্য আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয় বা লঙ্ঘনের হুমকির মধ্যে থাকে;

(ii) পক্ষগুলি বেসরকারীভাবে আলোচনার মাধ্যমে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারকে সরিয়ে দিতে পারে না;

(iii) অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে রিটের এখতিয়ার কোনও প্রদত্ত মামলার তথ্যে প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা হাইকোর্টকে নির্ধারণ করতে হবে; এবং

(iv) বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে ভুল করেছে যে সংবিধানের ২১ নং ধারা এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার উপ-আইন হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর একটি পরম বাধা তৈরি করেছে।

৬. অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী কে এম নটরাজ বলেন যেঃ

(i) ২২৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনও সরকারি আইনের প্রতিকার বাদ দেওয়া যাবে না;

(ii) সংবিধানের ২১ নং ধারা এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার উপ-আইন একটি অ-সংবিধিবদ্ধ চুক্তি, যার প্রভাব বোম্বে হাইকোর্টকে বিবেচনা করতে হবে, যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে; এবং

(iii) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ এবং এটিকে সীমাবদ্ধ বা বাতিল করা যায় না।

৭. দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পারস কুহাদ অনুরোধ করেন যে, মূলত বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে হাইকোর্ট তার বিবেচনার ভিত্তিতে রিট পিটিশন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অতএব, এটি অনুরোধ করা হয় যে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, হাইকোর্ট এই রায় দেয়নি যে তার এখতিয়ার বাদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তথ্য ও পরিস্থিতিতে, যখন পক্ষগুলি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেন্নাইয়ের আদালতে জমা দিতে সম্মত হয়েছিল, তখন রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করা উপযুক্ত ছিল না।

৮. দ্বিতীয় উত্তরদাতার সংবিধান এবং উপ-আইন হল আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি। 'বম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে ২১ ধারার উপর নির্ভর করে যে তার নিজস্ব রিট এখতিয়ার এবং অন্যান্য সমস্ত আদালতের এখতিয়ার বাদ দেওয়া হয়েছে। একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারকে সরিয়ে দিতে পারে কিনা তা আরও তদন্তের যোগ্য।

৯. এটি চুক্তি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে পক্ষগুলি চুক্তির মাধ্যমে সমস্ত আদালতের এখতিয়ার বাদ দিতে পারে না। এই ধরনের চুক্তি আইনি কার্যধারা সংযত করার জন্য একটি চুক্তি গঠন করবে এবং ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২[২]-এর ধারা ২৮ লঙ্ঘন করবে। তবে, যেখানে চুক্তির পক্ষগুলি যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন একাধিক আদালতের মধ্যে একটিকে এখতিয়ার

---

[২]ধারা ২৮. আইনি কার্যধারা সংযত করার চুক্তি, অকার্যকর-প্রতিটি চুক্তি-(ক) যার দ্বারা কোনও পক্ষ কোনও চুক্তির অধীনে বা সম্পর্কিত তার অধিকার প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ ট্রাইবুনেলে স্বাভাবিক আইনি কার্যধারা দ্বারা, বা যা সময়কে সীমাবদ্ধ করে যার মধ্যে সে এইভাবে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে; অথবা
(খ) কোন পক্ষকে তার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও চুক্তির অধীনে বা সম্পর্কিত কোনও দায় থেকে কোনও পক্ষের অধিকার মুছে দেয় বা কোনও পক্ষকে অব্যাহতি দেয়, তা এতদূর পর্যন্ত অকার্যকর।

প্রদান করে, অন্য সমস্ত আদালত বাদ দিয়ে, সেই পক্ষগুলিকে সমস্ত আদালতের এখতিয়ার ত্যাগ করেছে বলা যাবে না। এই ধরনের চুক্তি বৈধ এবং পক্ষগুলিকে একটি দেওয়ানি পদক্ষেপের জন্য আবদ্ধ করবে, এই নীতিটি এ বি সি ল্যামিনার্ট (পি) লিমিটেড বনাম এ পি এজেন্সি, সালেম[৩], ("এ বি সি ল্যামিনার্ট")-এ নির্ধারণ করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত উল্লেখ করেছেঃ

> ১৬. যদি কোনও চুক্তির পক্ষগুলি আইনের অধীনে পদক্ষেপের কারণ নির্ধারণের জন্য অন্যথায় এখতিয়ার থাকবে এমন সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে সরিয়ে না দেয় তবে এটি বলা যায় না যে পক্ষগুলি তাদের চুক্তির মাধ্যমে আদালতের এখতিয়ারকে সরিয়ে দিয়েছে। যদি আইনের অধীনে বেশ কয়েকটি আদালতের এখতিয়ার থাকে এবং পক্ষগুলি এই এখতিয়ারগুলির মধ্যে একটির কাছে জমা দিতে সম্মত হয় এবং তাদের অন্য বা অন্যদের কাছে না হয় তবে এটি বলা যায় না যে এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, যদি কোনও চুক্তির পক্ষগুলি তার থেকে উদ্ভূত বিরোধগুলি কোনও নির্দিষ্ট এখতিয়ারের কাছে জমা দিতে সম্মত হয় যা অন্যথায় আইনের অধীনে যথাযথ এখতিয়ারও হবে, তবে তাদের চুক্তিটি যতদূর পর্যন্ত তারা অন্য এখতিয়ারের কাছে জমা না দিতে সম্মত হয়েছিল তা বাতিল বলে বলা যাবে না। অন্যদিকে, যদি তারা যে এখতিয়ারে জমা দিতে সম্মত হয় তা চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য যথাযথ এখতিয়ার না হয় তবে এটিকে অবশ্যই পাবলিক পলিসির বিরুদ্ধে বলে বাতিল ঘোষণা করতে হবে।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

'এ বিসি ল্যামিনার্টের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে অনুসরণ করা হয়েছে।[৪]

১০. পক্ষগুলি চুক্তির মাধ্যমে এমন কোনও আদালতকে এখতিয়ার প্রদান করতে পারে না যার বিচার করার এখতিয়ার নেই। তবে যেখানে বেশ কয়েকটি আদালতের বিরোধের বিষয়টির বিচার করার এখতিয়ার থাকবে, সেখানে তারা শর্ত দিতে পারে যে একাধিক আদালতের মধ্যে একটির সামনে একচেটিয়াভাবে মামলা দায়ের করা হবে, অন্যগুলি বাদ দিয়ে। ২১ নং ধারাটি সমস্ত আদালতের এখতিয়ারকে বাদ দেয় না। বরং, আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা চেন্নাইয়ের আদালতে মামলা বা আইনি ব্যবস্থা জমা দিতে সম্মত হয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত চেন্নাইয়ের আদালতের আপিলকারী এবং দ্বিতীয় বিবাদীর সাথে জড়িত বিরোধের যথাযথ এখতিয়ার রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত

---

* (১৯৮৯) 2 এসসিসি ১৬৩

"রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম ইউনিভার্সাল পেট্রোল কেমিক্যালস লিমিটেড (২০০৯) ৩ এসসিসি ১০৭; ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন লিমিটেড বনাম এন সচ্চিদানন্দ (২০১১) ৭ এসসিসি ৪৬৩

প্রকরণ ২১ এবি সি ল্যামিনার্টে বর্ণিত নীতির লঙ্ঘন করে না। তবে, এবি সি ল্যামিনার্টের সিদ্ধান্তটি একটি মূল মামলা এবং একটি সাধারণ দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের প্রেক্ষাপটে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান মামলাটি বস্তুগতভাবে আলাদা। আপিলকারী ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। দ্বিতীয় উত্তরদাতা বোম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ২১ ধারার উপর নির্ভর করতে চান।

১১. সংবিধানের ২২৬ (১) অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে রিট জারি করার ক্ষমতা এবং ফলস্বরূপ, রিট জারি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে।[৫] অনুচ্ছেদ ২২৬ (১)-এর পাঠে বলা হয়েছে যে কোনও হাইকোর্ট সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য বা "অন্য কোনও উদ্দেশ্যে" রিট জারি করতে পারে। একজন নাগরিক কেবলমাত্র তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে এমন ক্ষেত্রেই নয়, বরং অনেক বিস্তৃত পরিস্থিতিতেও হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার চাইতে পারে। লর্ড কোক ইংল্যান্ডের আদালতগুলির দ্বারা রিট ব্যবহারের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছিলেনঃ

> "রাজার বেঞ্চের আদালতের কেবল বিচারিক কার্যধারার ত্রুটিগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা নেই, তবে অন্যান্য ত্রুটি ও অপকর্ম [...] শাস্তি লঙ্ঘন, বা বিষয়গুলির উপর নিপীড়ন, বা গোষ্ঠী, বিতর্ক, বিতর্ক বা অন্য কোনও ধরণের অপশাসন উত্থাপন করার প্রবণতা রয়েছে; যাতে কোনও ভুল বা আঘাত, সরকারী বা বেসরকারী, করা যায় না, তবে এটি যথাযথ আইন দ্বারা সংস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে...[৬]

লর্ড কোকের অনুভূতির প্রতিধ্বনি, উত্তরপ্রদেশের এই আদালত স্টেট সুগার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম কমল স্বরূপ টন্ডন[৭] পর্যবেক্ষণ করেছেন যেঃ

> "৩৫... এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার ন্যায়সঙ্গত এবং বিবেচনামূলক। সেই অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা হাইকোর্ট দ্বারা" "প্রতিটি অবিচার যেখানেই পাওয়া যায়" "প্রয়োগ করা যেতে পারে।"

১২. সংবিধানের অধীনে হাইকোর্টের ভূমিকা তার আঞ্চলিক এখতিয়ার জুড়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য, তার রিট এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা অপরিহার্যভাবে বিস্তৃত। এগুলি ন্যায়বিচারের সহায়তায় প্রদান করা হয়। এই আদালত বারবার বলেছে যে তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা যাবে না। এ

---

[৬]টেমস ব্যাগ এর মামলা (১৫৭২) ৭৭ ইআর ১২৭১

[৭](২০০৮) ২ এসসিসি ৪১

ভি ভেঙ্কটেশ্বরন, কালেক্টর অফ কাস্টমস, বোম্বে বনাম রামচাঁদ শোভরাজ ওয়াধওয়ানি[৮] মামলায় এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে হাইকোর্ট তার রিট এখতিয়ারের অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা তার সামনে মামলায় উদ্ভূত আইনের শাসনের হুমকির উপর সহজাতভাবে নির্ভরশীল:

> "১০... আমাদের শুধু এটুকুই যোগ করতে হবে যে, যে সাধারণ নীতিগুলির ওপর আদালতকে কাজ করতে হবে, সেগুলির বিস্তৃত ধারাগুলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতিটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে তাদের প্রয়োগ অবশ্যই অবশ্যই বিভিন্ন পৃথক তথ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যা অবশ্যই আদালতের বিবেচনার যথাযথ প্রয়োগ পরিচালনা করবে এবং যে বিষয়টি এইভাবে বিশিষ্টভাবে বিবেচনার বিষয়, তা সম্ভব নয় বা এমনকি যদি তা হয়, তবেও আদালতের সামনে আসা প্রতিটি মামলায় অনমনীয় নিয়মগুলি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় হবে না যা কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।"

হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষমতা কঠোর আইনি নীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না যাতে আইনের শাসন বহাল রাখার জন্য হাইকোর্টকে তার ম্যান্ডেট পূরণে বাধা দেওয়া যায়।

১৩. যদিও হাইকোর্ট তার রিট এখতিয়ারের অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তা কঠোর আইনি নীতির সাপেক্ষে নয়, তবে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার কখন নিযুক্ত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দুটি স্পষ্ট নীতি উদ্ভূত হয়। প্রথমত, হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের অধীনে কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ বা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত মৌলিকভাবে বিবেচনামূলক। দ্বিতীয়ত, আদালতের রিট এখতিয়ার প্রয়োগ বা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তের উপর সীমাবদ্ধতাগুলি স্ব-আরোপিত। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনও হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার সংবিধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া যায় না। যদি কোনও হাইকোর্টকে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে আইনের শাসন বহাল রাখার চূড়ান্ত উপায় হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তার অবশ্যই তার সামনে যে কোনও মামলা পরীক্ষা করার এবং তার রিট এখতিয়ার নিযুক্ত রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারিক পর্যালোচনা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য.[৯]

১৪. এই নীতিগুলি অসংখ্য ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আমাদের প্রমাণ করার জন্য কেবল কয়েকটি উল্লেখ করা দরকার। উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম ইন্ডিয়ান হিউম পাইপ কোম্পানি লিমিটেড[১০] মামলায় এই আদালত

---

[৮] (১৯৬২) ১ এসইআর ৭৫৩

[৯]মিনার্ভা মিলস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮০) ৩ এস. সি. সি ৬২৫; এল চন্দ্র কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

[১০](১৯৯৭) ৩ এস. সি. সি. ২৬১ (১৯৭৭) ২ এস. সি. সি. ৭২৪

পর্যবেক্ষণ করেছে যে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত মূলত বিবেচনামূলকঃ

> "৪, _.এটি সর্বদা আদালতের বিবেচনার বিষয় এবং যদি হাইকোর্ট অযৌক্তিকভাবে বা বিপরীতভাবে বিচক্ষণতা প্রয়োগ না করে থাকে, তবে হাইকোর্টের বিবেচনার অনুশীলনে হস্তক্ষেপ না করা এই আদালতের স্থির অনুশীলন।"

১৫. এই নীতির উপর এর আগেও জোর দেওয়া হয়েছিল। সংগ্রাম সিং বনাম নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, কোটা[১১] মামলায় "আদালত হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের বিবেচনার প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেছিল।" আদালত আরও যোগ করেছে যে হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে সমস্ত বিরোধের জন্য এখতিয়ারটি আপিল ব্যবস্থায় পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আদালতগুলি নিজেরাই তাদের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। আদালত বলেছেঃ

> "১৪... হাইকোর্টগুলি ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে না এবং করা উচিতও নয়। তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনামূলক এবং যদিও সেই বিবেচনার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা যায় না, তবে এটি অবশ্যই স্বীকৃত লাইনে প্রয়োগ করা উচিত এবং নির্বিচারে নয়; এবং আদালতগুলি নিজেদের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে একটি হল যে তারা এই শ্রেণীর মামলায় এখতিয়ার প্রয়োগ করবে না যদি না যথেষ্ট অবিচার ঘটে থাকে, বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা নিজেদেরকে আপিল বা পুনর্বিবেচনার আদালতে জড়াতে দেবে না কেবল আইনের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য যা বিস্তৃত এবং সাধারণ অর্থে অবিচার ঘটায় না, কারণ যদিও কোনও আইনসভা এই সাংবিধানিক ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে না, তবে এই বিশেষ অধিকারগুলি সম্পর্কে বিরোধগুলি যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করার জন্য আইনসভার নীতির কথা মনে রাখা বিচক্ষণতার একটি ভাল অনুশীলন।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

এই স্ব-আরোপিত নিয়মের পিছনে উদ্দেশ্য স্পষ্ট। হাইকোর্টগুলি যদি তাদের রিট এখতিয়ার এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে যে নিয়মিতভাবে সংবিধিবদ্ধ আপিল প্রক্রিয়াগুলিকে অগ্রাহ্য করে, তবে তারা নিজেরাই সেই মামলাগুলিতে মামলাকারীদের ক্ষতির জন্য বিপুল সংখ্যক মামলায় ডুবে যাবে। এটি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য সংবিধিবদ্ধ আপিল ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনসভার উদ্দেশ্যকেও পরাজিত করবে।

১৬. উপরের পর্যবেক্ষণটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় উত্থাপন করে। যদি, স্ব-আরোপিত

---

[১১](১৯৫৫) ২ এসসিআর ১

নিয়ম অনুসারে, উচ্চ আদালতের রিট এখতিয়ার সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, বা চুক্তিভিত্তিক উপযুক্ত বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে যেখানে এই ধরনের বিকল্প প্রতিকার বিদ্যমান সেখানে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত নয়। সুতরাং, সংবিধানের ২১ নং প্রকরণ এবং উপ-আইন বোম্বে হাইকোর্টকে আপিলকারীর রিট পিটিশন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, আমাদের অবশ্যই প্রথমে নিজেদেরকে সম্বোধন করতে হবে যে, ২১ নং প্রকরণের অনুপস্থিতিতেও, বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব বম্বে হাইকোর্টে আপিলকারীর রিট পিটিশন গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি করবে কিনা।

১৭. দ্বিতীয় উত্তরদাতার মামলাটি হল যে বিবাদটি চেন্নাইতে শোনা উচিত এবং নিষ্পত্তি করা উচিত। এর ফলে যদি উত্তরদাতার যুক্তি গৃহীত হয়, তবে মাদ্রাজ হাইকোর্ট বর্তমান বিষয়টি শুনবে। অতএব, বিকল্প প্রতিকার (অর্থাৎ মাদ্রাজ হাইকোর্টের সামনে একটি রিট পিটিশন) আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া বর্তমান প্রতিকারের সমস্ত দিক থেকে সমান। মাদ্রাজ হাইকোর্ট তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উপরের প্রাঙ্গনে জমা দেওয়া বক্তব্যটি হল যে আপিলকারী চেন্নাইতে একই ত্রাণ পেতে পারেন যা মুম্বাইতে হতে পারে। অতএব, দলের মধ্যে চুক্তি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বোম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

১৮. দ্বিতীয় উত্তরদাতার এই যুক্তিটি ভুল ধারণা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত হোক বা না হোক, বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব হাইকোর্টের রিট, এখতিয়ারের মৌলিকভাবে বিবেচনামূলক প্রকৃতি পরিবর্তন করে না এবং তাই হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের উপর একটি নিখুঁত আইনি বাধা তৈরি করে না। তার রিট এখতিয়ারের অধীনে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্তটি একটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি পরীক্ষা করে হাইকোর্টের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্ত হিসাবে রয়ে গেছে।

১৯. এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে এই বোঝাপড়াটি নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য স্পিনিং কো লিমিটেড বনাম আর এস পান্ডে[১২] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

> "১১. ১৯৭৬ সালের সংবিধান (৪২তম সংশোধনী) আইন দ্বারা যখন ২২৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছিল, তখন বিকল্প প্রতিকার সম্পর্কিত ক্ষমতাকে স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতার নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি মূলত নীতি,

[১২](২০০৫) ৮ এসসিসি ২৬৪

সুবিধা এবং বিচক্ষণতার নিয়ম, কখনও আইনের শাসন নয়। কোনও প্রতিকারমূলক প্রতিকারের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণ প্রদান করা হাইকোর্টের এখতিয়ার বা বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। একই সাথে, এটি উপেক্ষা করা যায় না যদিও বিকল্প প্রতিকার সম্পর্কিত বিষয়টির মামলার এখতিয়ারের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, সাধারণত পর্যাপ্ত কার্যকর বিকল্প প্রতিকার থাকলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

২০. কোনও হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে কোনও পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার বিদ্যমান নেই, এই নীতিটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম মহম্মদ নুহ[১৩] মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে আরও পিছনে পাওয়া যেতে পারে, যেখানে বিচারপতি ভিভিয়ান বোস মন্তব্য করেছিলেনঃ

"১০. পরের জায়গায় এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ম্যান্ডামাসের মতো সার্টিওরারি সম্পর্কে কোনও নিয়ম নেই যে এটি কেবল তখনই থাকবে যেখানে অন্য কোনও সমান কার্যকর প্রতিকার নেই। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রয়োজনীয় ভিত্তি বিদ্যমান থাকলে, সার্টিওরারি থাকবে যদিও সংবিধির দ্বারা আপিলের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। (হ্যালসবারি 'স লস অফ ইংল্যান্ড, ৩য় সংস্করণ, খণ্ড ১১, পৃ. ১৩০ এবং সেখানে উদ্ধৃত মামলাগুলি)। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আরেকটি এবং পর্যাপ্ত প্রতিকার রয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে উচ্চতর আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে তার বিবেচনার ভিত্তিতে তার অধীনস্থ নিম্ন আদালতের কার্যধারা ও সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য একটি শংসাপত্র জারি করা উচিত কিনা এবং সাধারণত উচ্চতর আদালত হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করবে যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিকার, যদি থাকে, শেষ করে দেয়। কিন্তু রিটের আগে সংবিধিবদ্ধ প্রতিকারের অবসানের প্রয়োজন এমন এই নিয়মটি আইনের নিয়মের পরিবর্তে নীতি, সুবিধা এবং বিবেচনার নিয়ম হিসাবে মঞ্জুর করা হবে এবং এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অন্যান্য পর্যাপ্ত আইনি প্রতিকার থাকা সত্ত্বেও শংসাপত্রের রিট জারি করা হয়েছে।

২১. কেবলমাত্র বিকল্প ফোরামের অস্তিত্ব যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ত্রাণ পেতে পারে, তা হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা তৈরি করে না। এটি বেশ কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে হাইকোর্টের বিবেচনায় নেওয়া একটি বিষয়। সুতরাং, মাদ্রাজের হাইকোর্ট আপিলকারীকে পর্যাপ্ত ছাড় দিতে সক্ষম এই নিছক সত্যটি বর্তমান বিষয়ে বোম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা তৈরি করে না।

---

[১৩]১৯৫৮ এস. সি. আর ৫৯৫

২২. এটি আমাদের এই প্রশ্নের দিকে নিয়ে আসে যে, ২১ নং ধারাটি বম্বে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা দেয় কি না। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার মৌলিকভাবে বিবেচনামূলক। এমনকি একটি বিকল্প পর্যাপ্ত প্রতিকারের অস্তিত্বও হাইকোর্টের দ্বারা রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করা হবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল একটি অতিরিক্ত বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এটি সংবিধি দ্বারা পরিচালিত দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের সাথে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য। '* ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি নির্দিষ্ট মামলা গ্রহণের জন্য তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে, একটি হাইকোর্ট আবেদনকারীর দ্বারা অভিযুক্ত অবিচারের প্রকৃতি সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে পারে, একটি আলটেমেট প্রতিকার বিদ্যমান কিনা বা না, বা তথ্যগুলি সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন উত্থাপন করে কিনা। এই কারণগুলি সম্পূর্ণ নয় এবং আমরা কোন কারণগুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত বা উচিত নয় তা গণনা করার প্রস্তাব দিচ্ছি না। বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য এটা বলা যথেষ্ট যে হাইকোর্টকে অবশ্যই রিট পিটিশনে জমা দেওয়া তথ্যগুলির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং প্রতিটি অনন্য মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর একটি নির্ধারণ করতে হবে।

২৩. এই মুহূর্তে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বিনয় ইঞ্জিনিয়ারিং[১৫] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত। "সেই ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে আলিগড়ের আদালতগুলিকে এখতিয়ার প্রদানকারী একটি ধারা ছিল, যখন কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিল, তখন এই আদালত রায় দিয়েছিলঃ

> "২. আমরা একটুও অবাক হচ্ছি না যে, কলকাতা হাইকোর্টের এমন একটি মামলায় এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল যেখানে তার কোনও এখতিয়ার ছিল না। প্রশ্নযুক্ত চুক্তিগুলি আলিগড়ে কার্যকর করা হয়েছিল, নির্মাণ কাজটি আলিগড়ে করা হবে, এমনকি চুক্তিগুলিও দেওয়া হয়েছিল যে বিরোধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলিগড় আদালতের এখতিয়ার থাকবে। সালিসকারী আলিগড় থেকে এসেছিলেন এবং সেখানে কাজ করবেন। কেবলমাত্র উত্তরদাতা কলকাতা ভিত্তিক সংস্থা হওয়ার কারণে, কলকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে মনে হয় যেখানে তার কোনও যুক্তি ছিল না। আমরা বলতে বাধ্য যে এটি এখতিয়ারের অপব্যবহারের একটি মামলা এবং আমরা অনুভব করি যে উত্তরদাতা ইচ্ছাকৃতভাবে

---

[৪]ধারা ৯. সমস্ত দেওয়ানি মামলার বিচার করার জন্য আদালত যদি না নিষিদ্ধ হয়-(এখানে অন্তর্ভুক্ত বিধান সাপেক্ষে) দেওয়ানি প্রকৃতির সমস্ত মামলার বিচার করার এখতিয়ার থাকবে যে মামলাগুলির ক্ষেত্রে তাদের স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ।[১৫]

১৫(১৯৯৪) ৪ এস. সি. সি ৭১০

সেই আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে কোনও পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়নি এই বিষয়টি উপেক্ষা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলাটি সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল ছিল। "

২৪. আদালত সামগ্রিকভাবে তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখেছিল যে চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছিল এবং আলিগড়ে সম্পাদন করা হবে, এবং সালিসকারীকে আলিগড়ে কাজ করতে হবে। এটি বিবেচনা করেছিল যে চুক্তিটি আলিগড়ের আদালতগুলিকে এখতিয়ার প্রদান করেছিল, তবে কলকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার নেই তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বিবেচিত বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে এটি একটি ছিল।

২৫. বর্তমান মামলায়, বম্বে হাইকোর্ট সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের ২১ নং ধারার উপর নির্ভর করে বলেছে যে তার নিজস্ব রিট, এখতিয়ার বাতিল করা হয়েছে। বোম্বে হাইকোর্ট এই মামলাটি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করতে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিবেচনার ভিত্তিতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে একটি বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে। হাইকোর্ট দ্বারা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি রিট পিটিশনের জন্য তদন্ত প্রয়োগ করা প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক এখতিয়ারে সংবিধানের অধীনে আইনের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা। কেবলমাত্র তার এখতিয়ার বাতিল করে একটি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার নথির অস্তিত্বের কারণে হাইকোর্ট এই দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে না।

২৬. আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা চেন্নাইয়ের আদালতে তাদের সমস্ত আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছেন এই বিষয়টি বিবেচনা করা হাইকোর্টের জন্য অবশ্যই উন্মুক্ত। তবে, এটি মামলার বিস্তৃত বাস্তব ম্যাট্রিক্সের মধ্যে একটি কারণ হতে পারে। হাইকোর্ট ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করতে পারে, যা একটি উপযুক্ত মামলায় ফোরাম নন কনভেনিয়েন্সের নীতি। হাইকোর্টকে অবশ্যই আপিলকারীর মামলাটি সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে এবং তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করা উপযুক্ত হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান মামলায় হাইকোর্টের কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত সে সম্পর্কে আমরা কোনও মতামত প্রকাশ করি না, বা এই জাতীয় বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বও দেওয়া উচিত নয়। এই জাতীয় নীতিগুলি হাইকোর্টের কাছে সুপরিচিত এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে বা ভুলভাবে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত কখন তার রিট এখতিয়ার নিযুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিবেচনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা এই আদালতের কাজ নয়। সংবিধানের ২১ ধারা এবং উপ-আইনের উপর বোম্বে হাইকোর্টের একমাত্র এবং সম্পূর্ণ নির্ভরতা যে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার বাতিল করা হয়েছে তা নির্ধারণ করা অবশ্য এমনই একটি উদাহরণ।

২৭. তদনুসারে আমরা আপিল মঞ্জুর করি এবং ২০১৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ খারিজ করে দিই। ২০১৭ সালের ৭৭৭০ নং রিট পিটিশনটি নতুন করে বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টের ফাইলটিতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কোনও খরচ নেই।

মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar